Soul
অনাত্মীয় থেকে আত্মীয়...
The Monthly Newsletter of Liver Foundation, West Bengal

অভিজিৎ চৌধুরী
Chief Mentor, Liver Foundation, West Bengal

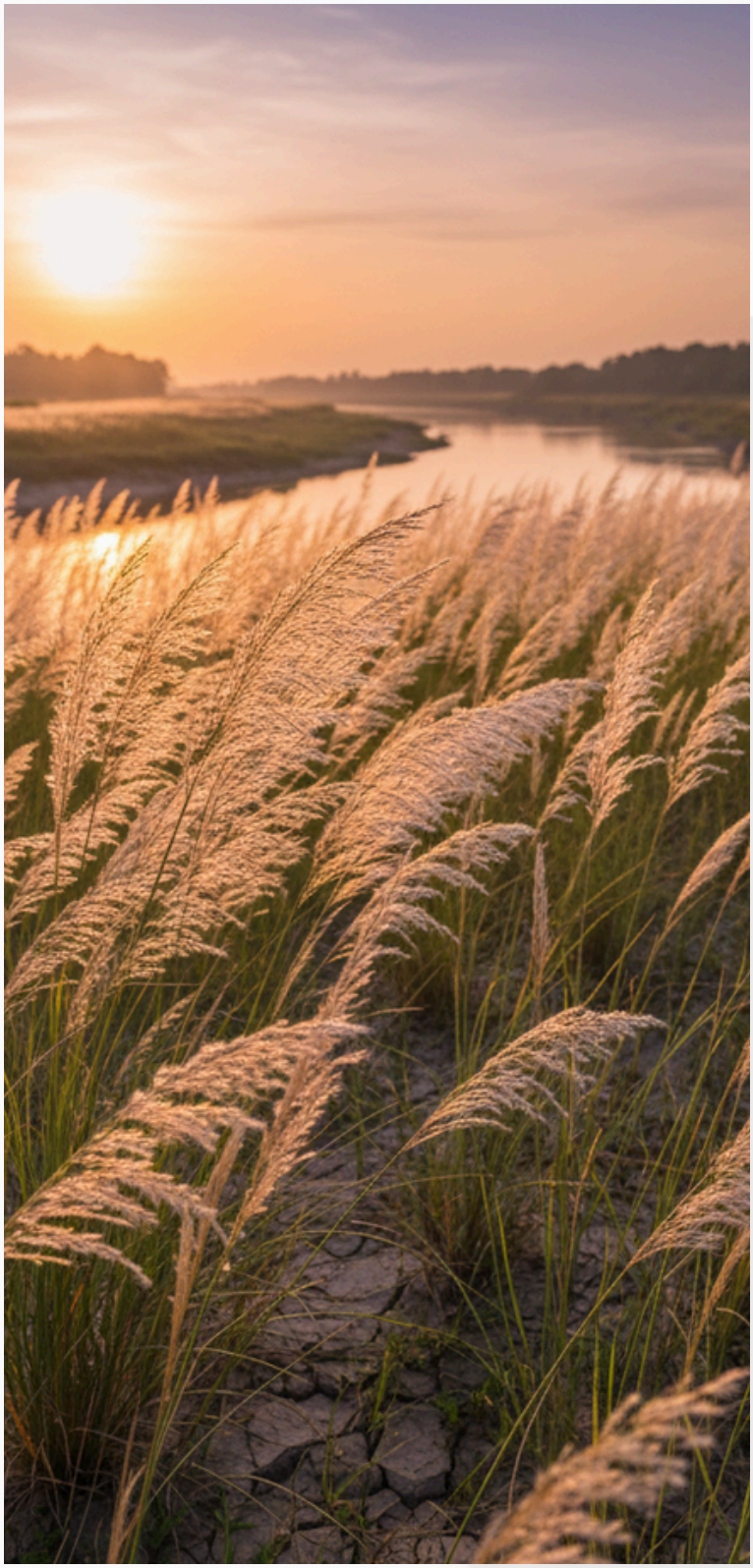

‘আত্মা’ শব্দটা কে, কোনভাবে গ্রহণ করেন, তার বিচার করেন, ফুলমালায় সাজিয়ে তাকে উদ্দেশ্য করে নৈবেদ্য সাজান, ব্যাপারটা এখনও ঠিক ঠাওর করে উঠতে পারিনি। দেবদেবীদের অশরীরি অস্তিত্বে যাদের আস্থা ও ভরসা, তারা আত্মার একটা নৈব্যক্তিক এবং সমাজের উপর দিয়ে ঘুরতে থাকা আধি ভৌতিক, মায়াবী ও আমাদের সব কাজের উপর প্রভাব ফেলা গঠনে বিশ্বাস রাখেন। লিভার ফাউন্ডেশনের এই লিখনমালা পড়তে শুরু করলে যে কোনও ব্যক্তিই শুরুতে ভাবতে পারেন যে নতুন কোন অজৈবিক, দেবদ্বিজে মশগুল দলবল তাদের ভাবনার প্রকাশ এবং বিস্তারের লক্ষ্যে এই পত্র এনেছেন। আমাদের সবিনয় নিবেদন এই যে, এখানে এরকম কোনও করতালের ছন্দোময় অতিমানবিক কাণ্ডকারখানার গন্ধ পাবেন না। আমরা সেটা করার জন্য নিজেদের পথ চলার তালও বাঁধি না। অনাস্থা নয়, অশ্রদ্ধা নয়, ‘আত্মা’ আমাদের কাছে ভীষণই এক মানবিক বস্তু। যা প্রতিদিনের জীবন এবং সমাজের মধ্যেই ঘোরাফেরা করে। তার গোছানো রূপের থেকে অগোছালো এবং এবড়ো খেবড়ো আকারের যে বিস্তীর্ণ বৈচিত্র তার খোঁজ করা আমাদের নেশা। প্রতিদিনের রক্তমাংসের জীবনের ঘামের সৌরভ আহরণ এবং চারপাশের সমাজে ঝোপঝাড়ের মধ্যে যে আলোআঁধারির খেলা চলে- সেখানে প্রদীপ হাতে দাঁড়িয়ে একটু উত্তাপ নেয়া এবং দেয়ার চেষ্টা করাই লিভার ফাউন্ডেশনের বুকের ভাঁজের মধ্যে থাকা স্বরলিপির ভাষা। প্রতিদিনের জীবনে নানা আনন্দের আখড়া খুঁজে আমরা আত্মানুসন্ধান করি। আনন্দ যখন মেঘে ঢাকা পড়ে, সেই ঝড় বাদলের সময় আমরা মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করি বুকে হাত দিয়ে। অর্থই মোক্ষ, অর্থোপার্জনই জীবনের একমাত্র ব্রত এবং তাকে ছোঁয়ার লক্ষ্যে সমাজনির্দিষ্ট যে রেখাচিত্র আছে তাকে মাড়িয়ে পথ হাঁটার এক অদ্ভুদ উন্মাদনা সমাজের ‘আত্মা’কে গ্রাস করছে। বিত্তশালীদের দাপাদাপিতে চিত্তমগ্ন এবং চিত্তানুসন্ধানীরা কোঠরাগত প্রায় এ প্রলম্বিত সমাজদেহে। আমরা আত্মার খোঁজে বেরিয়ে সেই চিত্তশালীদের আত্মীয় বানাতে চাই। আমাদের এই ছোট্ট পত্র সেই গানই গাইতে আপনাদের সবার দরজায় কড়া নাড়তে এসেছে।

The Summit of Great Minds

The journey began in 2006. In the 19 years since, the Liver Foundation has grown into a name people trust, standing beside those who have needed care and support the most. Along the way, it has established numerous initiatives that continue to positively impact lives with compassion and commitment.

Now, the Liver Foundation is moving forward with the vision of establishing a full-fledged university—the University of Health and Human Sciences. A university that will be created with some of the finest minds, keeping in mind the demands of the era. Not just for this state—the goal is to welcome students and faculty from across the country and even from abroad.

To further energise this initiative, an international roundtable conference was held on February 21 at the JCMLRI conference room, Sonarpur Campus. Leading scholars from both home and abroad participated. Nobel laureate economist Abhijit Vinayak Banerjee joined online from the USA. Subroto Bagchi, entrepreneur and founder of Mindtree; Abhijit Chowdhury, chief mentor, Liver Foundation; Susmita Bagchi, entrepreneur and writer; Gagandeep Kang, director, global health, Gates Foundation; Chandan Sen, professor of surgery at the University of Pittsburgh; LS Shashidhara, director, National Centre for Biological Sciences, Bangalore; Asish Lele, director, CSIR - National Chemical Laboratory, Pune; Mahesh Rangarajan, professor, Ashoka University; Souvik Bhattacharyya, former vice chancellor of BITS Pilani and Jadavpur University; Partha Pratim Majumder, distinguished professor, JCMLRI; Subrat Acharya, pro chancellor, KIIT University; Yogesh K. Chawla, former director, PGIMER, Chandigarh; Shakir Husain, director, neurointervention, Baby Memorial Hospital, Kozhikode; Deb Sankar Haldar – Actor; Samar Ghosh – Former Chief Secretary, Government of West Bengal; Manabendra N. Roy – Former Addl. Chief Secretary, Govt. of WB, Chairperson, BoG, IILDS; Malay Kumar De – Former Chief Secretary, Govt. of WB, Chairperson, BoG, JCMLRI 20; Sutirtha Bhattacharya – Chairman, WEBEL, Former Chairman, Coal India Ltd. 21. Mamata Roy—Former Pro Vice Chancellor, University of Calcutta; Simantini Mukhopadhyay—Professor, Institute of Development Studies, Kolkata; Swati Bhattacharjee—Assistant Editor, Anandabazar Patrika; Ashoke Konar—President, Liver Foundation; Kalyan Bose—Vice President, Liver Foundation; Amal Santra—Director, JCMLRI 27; Partha S. Mukhopadhyay—Secretary, Liver Foundation, Exec. Director, IILDS, Dean, JCMLRI; G. K. Dhali—Professor & Head, SDLD, IPGME&R, West Bengal; Anirban Chakravarty—Registrar & Head, R&D, TCG Crest (Deemed to be University); Madhumita Datta, Administrative Officer, JCMLRI and Sumit Dasgupta - Consultant, Communications, ALLCA were present for the session. Five students from prominent institutes also attended this discussion.

Abhijit Vinayak said, "Lots of students go outside Bengal, and they don't come back. Because they think the education system is not rewarding here." He added, "We need to be imaginative. AI is taking jobs away. In this situation, an interdisciplinary approach is needed." Abhijit Chowdhury also said, "We will have an interdisciplinary curriculum." He stated that the primary objective of setting up this university is that society and humankind should benefit. There are plans to introduce courses like AI and Data Science, Medical Law and Ethics, Climate Change and Ecology, Mental Health, Social Sciences, and Performing Arts.

In discussions, it was highlighted that this university should have world-class faculty. In terms of student selection, emphasis should be placed on merit. At the same time, inclusiveness must be ensured. Several speakers also stressed the importance of sustainability as a guiding principle. Some of the speakers emphasised the need to nurture local and rural school students and select future students from among them.

রোটা ভাইরাস থেকে ভ্যাকসিন: এক অনন্য অভিযাত্রা

সুপর্ণা চট্টোপাধ্যায়
Documentation officer
Liver Foundation, West Bengal

ছবিঃ বিস্ময় ভৌমিক

লিভার ফাউন্ডেশন, পশ্চিমবঙ্গ আয়োজিত দিলীপ মহলানবিশ তৃতীয় স্মারক বক্তৃতায় ডক্টর গগনদীপ কাং তুলে ধরলেন এক অসাধারণ যাত্রা কাহিনি। রোটাভাইরাস- গবেষণা, আবিষ্কার এবং আজকের ভারতীয় ভ্যাকসিনের বিশ্বজোড়া প্রভাব। কলকাতা। ২২ সেপ্টেম্বর ভারতীয় জাদুঘরের আশুতোষ বার্থ সেন্টেনারি হলে এই বক্তৃতা নিছক বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার ইতিহাস নয়। বরং সমাজ, নীতি ও আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য উদ্যোগ এবং বিজ্ঞানের জটিল মেলবন্ধনের প্রতিচ্ছবি।
ভারতের বিজ্ঞান জগতে এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম গগনদীপ কাং। ভাইরোলজি, এপিডেমিওলজি এবং শিশুদের অন্ত্রসংক্রান্ত রোগ নিয়ে তাঁর অবদান অসামান্য। শিশুদের রোটাভাইরাস 'ভ্যাকসিন বিজ্ঞানী পথিকৃত' গগনদীপ, ভারতের প্রথম নারী যিনি লন্ডনের মর্যাদাপূর্ণ রয়্যাল সোসাইটির ফেলোশিপ পান—যা তাঁর গবেষণা ও অধ্যবসায়ের অনন্য স্বীকৃতি। বর্তমানে তিনি ডিরেক্টর, গ্লোবাল হেলথ, গেটস ফাউন্ডেশন।

'দিলীপ মহলানবিশ', নামটি আজ বিশ্ব স্বাস্থ্য ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাঁর উদ্ভাবিত ওরাল রিহাইড্রেশন সল্যুশন (ORS) কয়েক কোটি শিশুর প্রাণ বাঁচিয়েছে। সস্তা, সহজ, অথচ বিপ্লবী। তিনি দেখান, বড় বড় প্রযুক্তি নয়, বরং সাধারণ মানুষের নাগালে পৌঁছে দেওয়া সমাধানই পাল্টে দিতে পারে বিশ্ব স্বাস্থ্যকে। ডঃ গগনদীপ মনে করেন, রোটাভাইরাস ভ্যাকসিনের যাত্রা কিছুটা সেই উত্তরাধিকারেরই ধারাবাহিকতা- ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে পৌঁছে যাচ্ছে বিশ্বের দরিদ্রতম শিশুর কাছে। এই প্রেক্ষাপটেই উঠে আসে ডঃ ভি. আই. মাথানের নাম। তিনি ছিলেন ভারতের ডায়রিয়াল রোগ গবেষণার অগ্রদূত। তাঁর ল্যাবেই প্রথম ডঃ কাং পা রাখেন ডায়রিয়াজনিত রোগ গবেষণায়। মাথান প্রমাণ করেছিলেন, গবেষণা শুধু ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়ার গঠন বোঝার জন্য নয়। শিশুস্বাস্থ্যের সামাজিক বাস্তবতাকে সামনে আনার জন্যও সম প্রয়োজনীয়। কাং-এর বক্তৃতায় বিশেষভাবে ফিরে আসে গত বছরের স্মারক বক্তা, ডঃ অভয় বাং-এর নামও। কাং বলেন, “যেভাবে অভয় বাং প্রমাণ করেছিলেন স্বাস্থ্যসেবার শিকড় গ্রামে, সেভাবেই রোটাভাইরাস ভ্যাকসিনের যাত্রাও শেখায়- গবেষণা, নীতি আর সমাজ যদি একসঙ্গে কাজ করে, তবেই সম্ভব জনস্বাস্থ্যের প্রকৃত পরিবর্তন।”

শিশুদের ডায়রিয়াজনিত মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ রোটাভাইরাস। ১৯৭৩ সালে মেলবোর্নে বিজ্ঞানী রুথ বিশপ প্রথম এই ভাইরাস শনাক্ত করেন, ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের নীচে। ত্রিস্তরীয় গঠন ও স্পাইক প্রোটিনের কারণে এটি সহজে অন্ত্রের কোষে প্রবেশ করে। কোষের শোষণক্ষমতা নষ্ট করে, মারাত্মক ডায়রিয়া ও জলশূন্যতার সৃষ্টি করে। বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়া ও সাব-সাহারান আফ্রিকায় রোটাভাইরাসজনিত ডায়রিয়া- বর্তমানেও শিশু মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ। অথচ রোটাভাইরাস ভ্যাকসিনের প্রথম সফল প্রচেষ্টা ছিল ১৯৯৮ সালে, যুক্তরাষ্ট্রে। তবে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কারণে তা বাজার থেকে সরিয়ে নিতে হয়। পরবর্তীতে জি এস কে এবং মার্ক এই ভ্যাকসিন তৈরি করলেও, তার দাম থাকে উন্নয়নশীল দেশের নাগালের বাইরে। তবে ভারতে পরিস্থিতি ছিল কিছু ভিন্ন। এখানকার শিশুদের মধ্যে সংক্রমণ খুব অল্প বয়সেই শুরু হয়। পুনঃসংক্রমণও দেখা যায় বেশি। এই কারণে, ভেলোর ও মেক্সিকোর জন্ম-গবেষণা তথ্য তুলনা করে দেখা যায়, ভারতীয় প্রেক্ষাপটে ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা সর্বোচ্চ ৫০-৬০ শতাংশ। ডঃ বনের নেতৃত্বে, দিল্লিতে এক নবজাতক সংক্রমণ থেকে আলাদা করা হয় 116E নামক স্ট্রেইন। যা পরে, ভ্যাকসিন প্রার্থী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। দীর্ঘ গবেষণা, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সরকারের সমর্থনে শুরু হয় ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল। কেবল রোগ প্রতিরোধই নয়, গবেষণায় উঠে আসে আরও এক বাস্তবতা - অর্থনৈতিক চাপ। ডায়রিয়াজনিত কারণে শিশুর হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার খরচ অনেক পরিবারের কাছেই দুঃসহ।

২০১৪ সালে ভারতের নিজস্ব ভ্যাকসিন 'রোটাভ্যাক' লাইসেন্স পায়। দাম নির্ধারণ করা হয় মাত্র এক ডলার। যেখানে, পশ্চিমেই শিশু প্রতি প্রয়োজন পড়ত ২০০ ডলার! ২০০০ সালের পর থেকে শুরু হয় প্রচুর গবেষণা । দিল্লি, পুনে ও ভেলোরে পরিচালিত ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে দেখা যায়, ভারতীয় টিকা 'রোটাভ্যাক' প্রায় ৫৫% কার্যকারিতা দেখিয়েছে। পরবর্তীতে সিরাম ইনস্টিটিউট তৈরি করে 'রোটাসিল'। ২০১৬ সালে সরকারি কর্মসূচির আওতায় রোটাভ্যাক চালু হয় এবং ধাপে ধাপে তা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে প্রতিবছর ২৫ কোটি নবজাতক এই ভ্যাকসিন পায়। ২০১৮ ও ২০২৩ সালের এই দুই ভারতীয় ভ্যাকসিনই, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) অনুমোদন লাভ করে। আজ গাভি অ্যালায়েন্স সমর্থিত দরিদ্র দেশগুলোর তিন-চতুর্থাংশ শিশু, ভারতীয় এই ভ্যাকসিনের সুরক্ষা পাচ্ছে। এই বাস্তবতা নীতিনির্ধারকদের বোঝায়, ভ্যাকসিন শুধু বৈজ্ঞানিক সমাধান নয়। এটি একই সঙ্গে সামাজিক ন্যায় ও অর্থনৈতিক ভারসাম্যেরও প্রশ্ন। ডক্টর কাং বারংবার উল্লেখ করেন, এই যাত্রা একক যাত্রা নয়। শত শত গবেষক, চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী ও নীতিনির্ধারকের সহযোগিতাতেই ভারতের এই সাফল্য সম্ভব হয়েছে। গবেষণার নানা ধাপে এসেছে নানা সমস্যা। কখনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, কখনও প্রযুক্তিগত জটিলতা। কিন্তু সহযোগিতা ও ধৈর্যই এগিয়ে নিয়ে যায় সম্পূর্ন প্রক্রিয়াকে। আজ ভারতীয় ভ্যাকসিন শুধু দেশীয় শিশুদেরই নয়, গোটা বিশ্বের দরিদ্র দেশের কোটি কোটি শিশুকে সুরক্ষা দিচ্ছে। দিলীপ মহলানবিশের উত্তরাধিকার পথে ভারতও প্রমাণ করে, বিজ্ঞান যখন সমাজ ও নীতির সঙ্গে হাত মেলায়, তখন তা বিশ্বে পরিবর্তন আনতে পারে।

First Chandrakant Patil Memorial Oration

The Chandrakant Institute of Nursing and Health Sciences (CINHS) recently celebrated its Foundation Day on the 12th. The institute was founded by the Liver Foundation, West Bengal, and was established on the birthday of the late Dr. Chandrakant Umakant Patil. The event, held at the IILDS Auditorium, was a day of heartfelt remembrance and inspiration, attended by students, faculty, and special guests.

The institution was established on the principles of selflessness and service, values embodied by Dr. Patil. A young physician, he tragically lost his life at the age of 24 while providing medical aid to flood victims in Bihar. His heroic sacrifice continues to serve as the guiding light for CINHS, shaping a new generation of compassionate healthcare professionals. This year's celebration featured insightful speeches and captivating cultural performances. Guest of Honour, Meera Pandey, a former IAS officer and the chairperson of the CINHS managing committee, was present at the event.

The highlight was the inaugural **Dr. Chandrakant Patil Memorial Oration, delivered by the distinguished Prof. Abhijit Chowdhury,** a renowned authority in public health and hepatology. Dr. Chowdhury paid a moving tribute to Dr. Patil's enduring legacy, reinforcing the core mission of CINHS.

Dr. Abhijit Chowdhury during the inaugural Chandrakant Patil Memorial Oration

The annual Foundation Day not only celebrates the institute's establishment but also reaffirms its commitment to patient care, education, and research. An initiative of the Liver Foundation, West Bengal, CINHS continues to uphold the values of Dr. Patil, ensuring that his spirit of service lives on in every graduate.

আলো যেখানে নিঃসঙ্গ নয়

গুরুদাস গঙ্গোপাধ্যায়
General Manager, Operations IILDS

ছবিঃ বিস্ময় ভৌমিক

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ লিভার অ্যান্ড ডাইজেস্টিভ সায়েন্সেস (IILDS) যাকে অধিকাংশই লিভার ফাউন্ডেশন বলে চেনে, ২০১৭ সালে যাত্রা শুরু করে। স্বপ্ন ছিল- চিকিৎসা শুধু প্রযুক্তি নয়, মানুষের হৃদয়ের স্পর্শ হবে। এর আগে পূর্ব ভারতে ছিল না এমন কোনও বিশেষায়িত হাসপাতাল, যেখানে পরিপাকতন্ত্র ও লিভারের সম্পূর্ণ চিকিৎসা ব্যবস্থা রয়েছে। সেই শূন্যতা পূরণ করতেই আমাদের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল অসীম প্রতিশ্রুতি নিয়ে। যা আজ আলোর কিরণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে বহু মানুষের জীবনে।

উদ্বোধনের সেই মহিমান্বিত মুহূর্তে উপস্থিত ছিলেন ভারতবর্ষের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়। তাঁর হাত দিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটি জাতির উদ্দেশে নিবেদিত হয়। সে এক দীপ্ত লগ্ন! যেখানে কেবল একটি চিকিৎসাকেন্দ্র গড়ে ওঠেনি, বরং আলো ও মানবিকতার পথ ধরে। শুরু হয়েছিল এক প্রতিশ্রুতিপূর্ণ যাত্রার।

এই আট বছরের পথচলা শুধুই সময়ের হিসাব নয়, এটি এক মানবিক অভিযান। এখানে গড়ে উঠেছে এমন পরিকাঠামো যা চিকিৎসার পাশাপাশি মানুষের জীবনে নরম ছোঁয়া দেয়। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে চন্দ্রকান্ত ইনস্টিটিউট অব নার্সিং অ্যান্ড হেলথ সায়েন্সেস, যেখানে প্রতি বছর পঞ্চাশ জন জিএনএম শিক্ষার্থী পড়াশোনা করেন। পাশাপাশি জন সি মার্টিন সেন্টার ফর লিভার রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশনস (JCMLRI) গড়ে উঠেছে, যা বৈজ্ঞানিক গবেষণার পাশাপাশি ভবিষ্যতের সম্ভাবনা অন্বেষণের স্থান। গড়ে উঠেছে প্যালিয়েটিভ কেয়ার ইউনিট 'স্পর্শ'। যেখানে শেষ সময়ের মানুষ পায় মানবিকতা আর মমতার নিঃশব্দ ছোঁয়া। যেখানে শেষ নয়, শুরু হয় নতুন এক স্নেহের অধ্যায়।

২০২২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় IILDS ব্লাড সেন্টার। যেখানে রক্তদাতাদের উৎসর্গ আর মানবসেবার স্পৃহা এক সঙ্গে বেঁধে দেয় অসংখ্য জীবনের আশার ডালি। এই কেন্দ্র আমাদের সেবার পরিধিকে আরও বিস্তৃত করেছে। মানবতার নতুন দিশার আলো জ্বালিয়েছে।

আমাদের লক্ষ্য কখনওই নিছক চিকিৎসা প্রদান নয়। আমরা জানি, সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসা সবসময় সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা এমন একটি মানবিক - আর্থিক কাঠামো গড়ে তুলেছি, যাতে কেউ কখনও অর্থাভাবে চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত না হয়। আমাদের কাছে চিকিৎসা একটি সামাজিক সম্পর্ক, একটি মূল্যবোধের চর্চা।

আমরা চাই সংযুক্তি - মানুষের সঙ্গে, জীবনের সঙ্গে, সমাজের ভবিষ্যতের সঙ্গে। বিনিয়োগের ভাষা নয়। আমাদের ভাষা আত্মীয়তার, বোঝাপড়ার, সহানুভূতির। এই প্রতিষ্ঠানে প্রতিটি ইট বেঁধে উঠেছে এক অদম্য আকাঙ্ক্ষা - মানুষের জন্য কিছু করার তীব্র তৃষ্ণা। আর্তজনের মুখে অল্প হলেও প্রশান্তির ছোঁয়া পৌঁছে দেওয়ার সাধ।

এই প্রথম মুখপত্রের পাতায় আমরা স্মরণ করছি সেই দীর্ঘ পথচলাকে। একটি যাত্রা শুরু হয়েছিল এক অদম্য স্বপ্ন নিয়ে। যেখানে আলো জ্বালানোর প্রত্যয় ছিল আমাদের হাতের শক্তি। দিন যতই এগিয়েছে, বিশ্বাস ততই দৃঢ় হয়েছে যে আলো কখনও নিঃসঙ্গ হতে পারে না। সেই আলো অন্ধকারে পথ দেখিয়েছে। মানুষের অন্তরে আশার দীপ জ্বালিয়েছে। আমরা আছি এবং থাকব, যতদিন মানুষের হৃদয়ে ভালবাসার জ্যোতি জ্বলতে থাকবে, যতদিন বাঁচবে করুণা এবং মানবতার ভাষা। এই অভিযান এক প্রতিষ্ঠানের নয়, এটি এক মানবিক অভিযান, যেখানে সেবা ও ভালবাসা নতুন আলোর বার্তা বয়ে আনে। এক অনাবিল আশ্বাসের বাণী যা সকলকে নিয়ে যায় এক নতুন দিনের স্বপ্নের পথে।

মায়ের মুখের হাসি

শ্রীতমা মন্ডল
তৃতীয় বর্ষ, CINHS

হাঁটতে গিয়ে গেছি পড়ে,
আজ খেলায় নেয়নি বিনি পিসি;
সব মন খারাপের এক সমাধান,
মায়ের মুখের হাসি।
বড়দা আজ খুব বকেছে,
শুধু একটু নিয়েছিলাম ওর প্রিয় বাঁশি;
সব দুঃখের এক সমাধান,
মায়ের মুখের হাসি।
কলেজ জীবন ভীষণ চাপের,
সেমিস্টার গুলো যেন ভীষণ পাশাপাশি;
সব ভাবনার এক সমাধান ,
মায়ের মুখের হাসি।
চাকরি জীবন ভীষণ কঠিন,
সর্বক্ষণ যেন দুঃচিন্তার সাগরে ভাসি;
সব দুঃচিন্তার এক সমাধান,
মায়ের মুখের হাসি।
সকল মা ভালো থাকুক,
মুছে যাক পদবী ‘বৃদ্ধাশ্রম_বাসী’
কারণ, সব সমস্যার এক সমাধান,
মায়ের মুখের হাসি।

শারদপ্রাতে অনীক চট্টোপাধ্যায়, Research Intern JCMLRI

বৃষ্টি দিনে

সৌরীশ চট্টোপাধ্যায়
Senior Executive, IPD IILDS

এমন দিনে বৃষ্টি নামে, ভিজুক স্বপ্ন নিজের মতো,
ভরসা চিবুক সম্মতি দিক, প্রেম হোক আজ খরস্রোতও।
একলা ছাতা হাতে মেয়ে, মেঘের ছুতোয় হঠাৎ থামে,
চোখের সাদায় আগুন ঝরে, বুকের মাঝে চিঙ্গার নামে।
শার্সি ভেজা জানলা জুড়ে, আঁকা থাকে অদৃশ্য নাম,
অজান্তে ছোঁয়া ঠোঁটের ধারে, বেজে ওঠে বিদ্রোহের গান।
মন্দ জনের ফ্যান্টাসি দিন, অন্ধ জনের ছন্দমায়া,
দু'টি মেঘে হাঁটে জোড়া, বিমুগ্ধতার অশরীর ছায়া।
জুতো ভিজে বাকি পথ, তবু ঠোঁটের সাহস নেই,
সুযোগ পেলে জিরিয়ে নেবে, নরম আশ্রয়, উষ্ণ সেই।
শরীর তবু ছটফট করে, ঘড়ির কাঁটা দৌড়ে যায়,
শ্রাবণ ঠোঁট অবাধ্য যেন, নিমগ্ন ভালোবাসার দায়।
অস্থিরতার দস্যিদানব, আগুন জ্বালে শিরায় শিরায়,
চিরকালীন প্রদীপ যেমন, বুকের ভেতর আলো ধায়।
বর্ষা শুধু ভিজতে থাকুক, ঠোঁটে দিক সম্মতির দান,
চোখে চোখে রূপকথা মিলে, সত্যি হোক আজ প্রেমের গান !

রাজহাঁসের গল্প

শুভরিক চট্টোপাধ্যায়,
Manager, Maintenance, IILDS

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ লিভার অ্যান্ড ডাইজেস্টিভ সায়েন্সেস (IILDS) ক্যাম্পাসে রয়েছে সকলের সুন্দর সহাবস্থান। প্রত্যেকের এখানে সমান গুরুত্ব। সে মানুষ হোক অথবা অন্য কোনও প্রাণী।

এই ক্যাম্পাসে সকলের সঙ্গেই আছে এক ঝাঁক হাঁস। রাজহাঁস এবং পাতিহাঁস। বলা হয় রাজহাঁস এবং পাতিহাঁসের নাকি মোটেই বনিবনা হয় না। কিন্তু এই ক্যাম্পাসে আমাদের অভিজ্ঞতা অন্য রকম। ২০২৫ এর জানুয়ারি মাসে একটি রাজহাঁস তিনটি ডিম পারলে দেখা গেল, তার ডিমে তা দেওয়ায় একেবারেই মন নেই। তাই ক্যাম্পাসের পাতিহাঁসগুলির ঘরে রাজহাঁসের ওই তিনটে ডিম রাখা হল। পাতিহাঁস ওই ডিমগুলিতে দিব্যি তা দিতে শুরু করল। কিছুদিন পরে ডিম ফুটে তিনটি বাচ্চাও হল। বাচ্চাগুলি বড় হতে থাকল।

এর পর ঘটল আর এক ঘটনা। গত মে মাসে আমরা হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, ওদের মধ্যে দু'টি বাচ্চার গায়ে কালো কালো চাকা চাকা ফুসকুড়ির হয়েছে। ক্রমে তা সারা গায়ে, পায়ে, ঠোঁটের পাশে ভরে গেল। এমন পরিস্থিতিতে বেশ কয়েকজন পশু-পাখি চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করি তাঁরা অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার পরামর্শ দেন। তবে এও জানান, অ্যান্টিবায়োটিক দিলে হাঁসের গায়ের পালক ঝরে যাবে। এমনকী প্রাণ সংশয়ের সম্ভাবনাও রয়েছে। এই ঝুঁকি আমরা নিতে চাইনি। বিষয়টি নিয়ে কয়েকজন পশুপ্রেমীর সঙ্গে আলোচনা করি। এরপর তাঁদের পরামর্শে প্রতিদিন সকাল, বিকেল হাঁসের বাচ্চা দু'টিকে টোম্যাটো খাওয়াতে শুরু করি। আমাদের বাগানের মালি হরিপদ সরদার, মানে আমাদের হরি কাকা ওদের টোম্যাটোর রস খাওয়াতো। এই টোম্যাটো ক্যাম্পাসের বাগানেই চাষ করা হয়েছিল। টোম্যাটোতে ভিটামিন সি থাকে। টোম্যাটোর পেস্ট বানিয়ে রাজহাঁসের বাচ্চাগুলির কালো ফুসকুড়ি হওয়া জায়গাগুলিতেও লাগাই। এর সঙ্গে হলুদ, নিম এবং নারকেল তেল দিয়ে একটি পেস্ট বানিয়ে দিনে চারবার করে লাগিয়ে দিতে শুরু করি। খেয়াল করি, ধীরে ধীরে আক্রান্ত জায়গাগুলি শুকোচ্ছে। তবে ওই সময় ওরা মারাত্মক কষ্ট পেয়েছে। পুরো সময়টা ওদের মশারি টাঙিয়ে আলাদা করে রাখা হয়েছিল। কারণ মনে হয়েছিল, এটা ছোঁয়াচে রোগ হতে পারে। ওদের মা,বাবা ওদের কাছে আসতো। কিন্তু ওদের আলাদা করে রাখার জন্য ওদের সঙ্গে মিশতে পারত না। আমাদেরও তা দেখতে খুব খারাপ লাগতো। ধীরে ধীরে ওই কালো কালো ফুসকুড়িগুলি শুকিয়ে খসে পড়ে আবার নতুন পালক গজাতে থাকে। ওরা সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফেরে। ওদের জীবন বাঁচিয়ে মা,বাবার হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা খুব আনন্দিত। আজ সকলের সঙ্গে এই অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিলাম।

রাজহাঁস পরিবার; ছবি, শুভরিক চট্টোপাধ্যায়

প্রাক-শারদীয় প্রীতি বিনিময় অনুষ্ঠান

আধুনিক বাংলা রঙ্গমঞ্চের জনক গিরিশচন্দ্র ঘোষের জীবন নিয়ে লেখা নাটক 'এক মঞ্চ এক জীবন' এর ১০২তম মঞ্চায়নের শরিক হল লিভার ফাউন্ডেশন! ২১ সেপ্টেম্বর মধুসূদন মঞ্চে এই সন্ধ্যা উপহার দেওয়ার জন্য অভিনেতা দেবশঙ্কর হালদার সহ 'পূর্ব-পশ্চিম' নাট্যদলকে অনেক ধন্যবাদ। এই অসাধারণ উপস্থাপনার। সঙ্গে ছিলাম আমরা। আর ছিলেন আমাদের সকল শুভাকাঙ্খী। এই সন্ধ্যায় সকলের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন শিল্পোদ্যোগী ও লেখক সুব্রত বাগচী। ছিলেন তাঁর স্ত্রী লেখিকা সুস্মিতা বাগচী, বিজ্ঞানী চন্দন সেন আরও বহু বিশিষ্ট জন। আশা রাখি, ভবিষ্যতে এই ধরণের আরও অনেক সন্ধ্যা আমরা এক সঙ্গে কাটাতে পারব।

Prof. Soumitra Das Visited JCMLRI

The John C. Martin Centre for Liver Research & Innovations (JCMLRI) is a recognised hub for knowledge sharing and cutting-edge research. As such, it frequently welcomes many scientists, scholars, and students from around the world. The Centre always looks forward to inviting people with excellent ideas to learn and share thoughts with its own researchers.

On September 8, 2025, the JCMLRI hosted Professor Saumitra Das, Chair of Microbiology and Cell Biology at the Indian Institute of Science, Bangalore (IISc). During his day-long visit, Professor Das shared his research on RNA viruses, with a specific focus on Hepatitis C, and held a special, insightful class tailored for budding researchers at the Centre.

বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস পালন

বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবসে, পাঁচশ'রও বেশি উৎসাহী আউট্রাম রোড থেকে এসপ্ল্যানেড-এর ওয়াই-চ্যানেল পর্যন্ত পদযাত্রায় অংশ নেয়। মুষলধারে বৃষ্টি সত্ত্বেও সবুজ ও সাদা ছাতা মাথায় সকলে পদযাত্রাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। পদযাত্রায় অংশ নেয় ২৩টি স্কুলের ছাত্রছাত্রীও। হেপাটাইটিসের মতো নীরব মহামারীর বিরুদ্ধে নিজেদের ও অন্যদের রক্ষা করার শপথ নেন এই ছাত্রছাত্রীরা। প্রবল বর্ষণ এদিনের এমন উদ্যোগকে আটকাতে পারেনি।

জাতীয় ভাইরাল হেপাটাইটিস নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির সহযোগিতায় লিভার ফাউন্ডেশন, পশ্চিমবঙ্গ এই পদযাত্রার আয়োজন করেছিল। পদযাত্রার মূল বার্তা ছিল 'নো-হেপ'। ভাইরাল হেপাটাইটিস-মুক্ত একটি সুস্থ ভবিষ্যৎ গড়ার ডাক সেদিন দেওয়া হয়।

অ্যান্টি-র‍্যাগিং দিবস পালন

র‍্যাগিং একটি সামাজিক অপরাধ। সেই বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চন্দ্রকান্ত ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং অ্যান্ড হেলথ সায়েন্সস (CINHS) ১২ অগস্ট অ্যান্টি-র‍্যাগিং দিবস পালন করল। সকল শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরাই এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। তাঁরা তাঁদের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে র‍্যাগিং-মুক্ত পরিবেশের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন।

র‍্যাগিং-এর কোনও ঘটনা ঘটলে কী কী পদক্ষেপ নিতে হবে, সেই বিষয়ে এই অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের জানানো হয়। এছাড়াও, শিক্ষার্থীদের র‍্যাগিং-এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে উৎসাহিত করতে শিক্ষিকারা বক্তব্য পেশ করেন।

সবশেষে, অ্যান্টি-র‍্যাগিং স্লোগানের মাধ্যমে ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা, সম্মান এবং সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য পড়ুয়ারা অঙ্গীকারবদ্ধ হন।

#SayNoToRagging

আইআইএলডিএস - এর স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ লিভার অ্যান্ড ডাইজেস্টিভ সায়েন্সেস-এ (IILDS) ১৫ আগস্ট পালিত হল ভারতের স্বাধীনতা দিবস। এই উপলক্ষে ক্যাম্পাসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন গ্যাস্ট্রোসার্জন ডাক্তার চন্দন চট্টোপাধ্যায়। সুস্থ জীবনের শক্ত ভিতের ওপর গড়ে উঠতে পারে এক শক্তিশালী জাতি। আইআইএলডিএস এমন একটি ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। যেখানে প্রতিটি হৃদস্পন্দন হবে গতিবান। নিঃশ্বাস হবে সতেজ। সকলের প্রতিটি মুহূর্ত কাটবে সুস্বাস্থ্য নিয়ে। আসুন, আমরা সকলে মিলে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে সকলের জন্য সুস্থ, স্বাস্থ্যকর হিসেবে গড়ে তুলি!

রক্ত গ্রহণেও সচেতনতা জরুরি

সহেলি চট্টপাধ্যায়
Counsellor, Blood Centre, IILDS

ছবি: শ্রীবাস কর, Technical Supervisor, Blood Centre, IILDS

রক্ত দান নিয়ে যেমন সচেতনতার প্রয়োজন, রক্ত গ্রহণের বিষয়েও সচেতনতা তৈরি করা জরুরি। সাধারণ মানুষের জ্ঞান এই বিষয়ে আজও সীমিত। ২১ সেপ্টেম্বর প্রবল উৎসাহে রক্তদান শিবির হল রিজেন্ট সোনারপুর এপার্টমেন্ট ওনার্স এসোসিয়েশন এর সাথে আমাদের যৌথ উদ্যোগে; প্রচুর মানুষ এসেছেন, রক্ত দিয়েছেন, সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন! কিন্তু এর পাশাপাশি গ্রহণ করার ক্ষেত্রেও সচেতনতা আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। আমাদের ব্লাড সেন্টারে একদিন একজন A নেগেটিভ ব্লাড গ্রুপের রোগী আসেন। ওয়ার্ড থেকে O নেগেটিভ ব্লাড চেয়ে আমাদের কাছে রিকুইজিশন আসে। কিন্তু দেখা যায়, রোগী নিজে O নেগেটিভ রক্ত নিতে রাজি নন। তাঁর প্রশ্ন, নিজের রক্তের গ্রুপ যেহেতু A নেগেটিভ, তাই O নেগেটিভ রক্ত নিলে তার রক্তের গ্রুপ কি পরিবর্তন হয়ে যাবে?

আমরা রোগীকে বোঝাই, রক্ত নিলে কোনও সমস্যা হবে না। তাঁকে আশ্বস্ত করা হয়, প্রয়োজন অনুযায়ী যতটুকু রক্ত দরকার, ততটুকুই তার শরীরে যাবে এবং এতে তাঁর রক্তের গ্রুপ পরিবর্তন হবে না। যদি কোনও সমস্যা হয়, সেই ক্ষেত্রে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রথমে বিষয়টি নিয়ে কিছুটা দোনামোনার মধ্যে থাকলেও শেষ পর্যন্ত আমাদের কথা শুনে তিনি রক্ত নিতে রাজি হন।

Chandrakant Institute of Nursing and Health Sciences

WEST BENGAL JOINT ENTRANCE EXAMINATIONS BOARD

RUPANNA, DB 118, Sector 1, Salt Lake City, Kolkata-700064

SCHEDULE OF ANM & GNM-2025

	Activity	Date (with time)
1	Information Bulletin published	28.08.2025 (Thursday)
2	Online application with payment of fees	04.09.2025 (Thursday) 4:00 p.m. onward to 15.09.2025 (Monday)
3	Online correction and downloading revised confirmation page	17.09.2025 (Wednesday) to 18.09.2025 (Thursday)
4	Publication of Downloadable Admit Card	10.10.2025(Friday) to 19.10.2025 (Sunday)
5	Date of Examination:	19.10.2025 (Sunday) 12:00 noon to 1:30 p.m.

GNM

ADMISSIONS

Are open

GET IN TOUCH

cinhs2020@gmail.com

+91 96742 07048

GNM Admissions Are Open at CINHS!

The Chandrakant Institute of Nursing and Health Sciences (CINHS) is now accepting applications for its GNM program.

For more information, please get in touch with CINHS!

The Newsletter Team: Madhumita Datta, Dipesh Das, Bismoy Bhowmick